কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি

বাজেটে বরাদ্দ থাকছে না

আজিজুল পারভেজ ▶

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি (বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের দেওয়া বেতন-ভাতার সরকারি অংশ) খাতে নতুন বাজেটে কোনো বরাদ্দ থাকছে না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এমপিওভুক্তির বদলে 'সংকটাপন্ন' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে থোক বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বাজেটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য ৩১ কোটি ৩১ লাখ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গত ২৭ এপ্রিল রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক প্রাক-বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি খাতে আর কোনো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এমপিও শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে আসন্ন বাজেটে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে এমপিও প্রত্যাশী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে এমপিওভুক্তি খাতে প্রথমে ৫০ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩৩ কোটি, এর আগের বছর বরাদ্দ ছিল ৪৬ কোটি টাকা। এসব বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য এবং তা দিয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা সম্ভব নয় বিবেচনায় কোনো প্রতিষ্ঠানকেই এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

সর্বশেষ ২০১০ সালে এক হাজার ৬১২ প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৭ হাজার ৯৬২। এসব প্রতিষ্ঠানে এমপিওর সুবিধাভোগী শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন সর্বমোট চার লাখ ৬৩ হাজার ৭১১ জন। এদের পেছনে বর্তমানে এমপিও বাবদ সরকারের বছরে ব্যয় হয় প্রায় আট হাজার ৮০০ কোটি টাকা, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের ৬৪ শতাংশেরও বেশি।

> সরকার যদি আমাদের এমপিও না দেয়, তাহলে যারা এমপিও পাচ্ছে তাদেরটাও বন্ধ করতে হবে
>
> -এশারত আলী, সভাপতি এমপিওবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদ

১৯ এপ্রিল রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযানের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এমপিও খাতে বর্তমানে আট হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হচ্ছে। কিন্তু এই টাকা অধিকাংশই কোনো কাজে আসছে না। এমনও প্রতিষ্ঠান আমি পেয়েছি যেখানে বিজ্ঞানে ছাত্র রয়েছে একজন, আর তাকে পড়ানোর জন্য রয়েছেন চারজন শিক্ষক।'

অর্থ মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সংকটাপন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এককালীন অর্থ সহায়তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এমপিওবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদের সভাপতি এশারত আলী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সরকার যদি আমাদের এমপিও না দেয়, তাহলে যারা এমপিও পাচ্ছে তাদেরটাও বন্ধ করতে হবে। এক দেশে দুই নীতি চলবে না। আগামী বাজেটে এমপিও খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া না হলে সারা দেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, 'আগামী বছরের জন্য এমপিও খাতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। যদিও এ খাতে সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ অবস্থায় বিকল্প পন্থা বের করার চিন্তাভাবনা করছি আমরা।'